



267730 - মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির শরয়ি দায়িত্বাধীন (মুকাল্লাফ)

প্রশ্ন

আমি flat effect নামক এক রোগে ভুগছি। এটি এমন এক রোগ যার ফলে আমি ভালোবাসা, ঘৃণা, রাগ, স্নেহ, মমতা ইত্যাদি মানবিক অনুভূতগুলো অনুভব করিনি। এগুলো ছাড়া অন্য অনুভূতগুলোও আমি অনুভব করিনি। যদি কখনও অনুভব করি সটো একবোরো কদাচিৎ ও স্বপ্ন সময়ের জন্ম। এমনকি আমি আমার পতিমাতার প্রতিও কোন অনুভূতি অনুভব করিনি। ১৫ বছর বয়স থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমার এ অবস্থা। আমার এ রোগের কোন চিকিৎসা নাই। আজীবন আমার এ অবস্থা চলমান থাকবে। আমার প্রশ্ন হলো: শরয়িত অনুযায়ী আমি কি মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বাধীন); নাকি নয়? আমার উপর কি নামায, রোযা ও যাকাত ফরয?

প্রয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ও আপনাকে সঠিক দিক নির্দেশনা দনি। জনে রাখুন, সুষ্ঠু প্রতিক্রিয়া বা যটোকো বজিঞানের ভাষায় flat affect বলা হয় এটি নিজি কোন রোগ নয়; বরং একটি উপসর্গ।

এই উপসর্গ প্রকাশের ক্ষেত্রেটি প্রশস্ত। এর প্রকাশ personality disorders (ব্যক্তিব বযিক ব্যাধি) এর মাধ্যমে শুরু হয়ে psychotic disorders (মানসিক ব্যাধি) পর্যন্ত পট্টেতে পারে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে psychotic disorders হয় দূরারোগ্য।

কিন্তু দীর্ঘময়াদি চিকিৎসার মাধ্যমে রোগের অধিকাংশ উপসর্গকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর; বিশেষতঃ মতভ্রম ও শ্রাবণ হ্যালোসেনিশেন এর মত positive symptoms (ইতিবাচক উপসর্গগুলো)-কে।

সাধারণ নীতি হচ্ছে personality disorders কথিবা psychotic disorders গ্রস্ত ব্যক্তি: যতটুকুর বোধ ও ববিকে রাখনে ততটুকুর ক্ষেত্রে তিনি মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বপ্রাপ্ত)।

কনেনা শরয়ি দায়িত্বারোপ ও নির্দেশে আরোপতি হওয়ার সম্পর্ক ববিকেরে সাথে; অনুভূতির সাথে নয়। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “তনি ব্যক্তি থেকে কলম তুলে নয়ো হয়ছে; যুমন্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে না জাগে, নাবালগ যতক্ষণ পর্যন্ত না যুবক না হয় এবং জ্ঞানহারা ব্যক্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না সে জ্ঞান ফরি



পায়”।[সুনানে তরিমযি (১৪২৩), আলবানী ‘সহিহু তরিমযি’ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলছেন]

সুতরাং ব্যক্তি যদি জ্বাণবান হয় এবং নরিদশেরে মরম বুঝার শক্তিসম্পন্ন হয় তাহলে সে মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বাধীন); এমনকি সে যদি মানসিক রোগী হয় তবুও; এমনকি সে যদি তার অনুভূতগুলো হারিয়ে ফলে তবুও কথিবা কছি অনুভূত হারিয়ে ফলে তবুও।

তাই যে ব্যক্তির রোগেরে অবস্থা হল অনুভূতগুলো হারিয়ে ফেলো: তাকে অনুভূত সম্বন্ধীয় যে দায়িত্ব আল্লাহ আরোপ করছেন সেগুলো থেকে সে অব্যাহতি পাবে তার অক্ষমতার কারণে। যমেন- পতিমাতাকে ভালবাসা, তাদরে আনুগত্য করা কথিবা কাফরেদেরকে ও অন্যায় কাজকে ঘৃণা করা।

আর এই মানসিক ব্যাধির কারণে যদি রোগীর জ্বাণ ও ববিকে লোপ না পায়: তাহলে নামায়-রোযা পালন করা তার উপর আবশ্যিক। যহেতে সে এখন পর্যন্ত মুকাল্লাফ (শরয়ি দায়িত্বাধীন)।

আর যদি কছি সময় সে পাগল (জ্বাণহারা) হয়ে যায় এবং কছি সময়ে জ্বাণ ফরি পায়: তাহলে সে জ্বাণ হারানোর সময় ওজরগ্রস্ত (ক্ষমাপ্রাপ্ত)। আবার যখন জ্বাণ ফরি পায় তখন তার ওজর দূর হয়ে গেছে বধিয় উপস্থিতি সময়ে নামায় আদায় করা তার উপর আবশ্যিক এবং জ্বাণ হারানোর সময় ছুটে যাওয়া নামায় কাযা পালন করা আবশ্যিক। যমেন delusions ও mania এর মত তীব্র মানসিক উপসর্গেরে দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার সময় ঘটতে পারে।

আর জনে রাখুন হানাফি মাযহাব ছাড়া অবশিষ্ট মাযহাবগুলোর মতে নাবালগ, পাগল ও সাময়িক জ্বাণহারা ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয। এবং ফরয বলা এটি শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) এর অভিমত; যমেনটি আল-শারহুল মুমতী গ্রন্থে (৬/১৪) রয়েছে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।